বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও প্রযুক্তিবিদ্যা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিবিধ শাখায় বহুবিধ বিষয়ের ওপর রচিত নানান গ্রন্থের সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারণাটি সুপরিস্ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেমন অসীম, জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি অনন্ত। একেই বলা হয় 'Universe of knowledge' এবং 'universe of subjects'। বাঙ্ময় অর্থাৎ ভাষা আমাদের সর্ববিধ জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রকাশ করতে সক্ষম। বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় ও বিদ্যাসমূহকে বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নানান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এরূপ ভাগ-বিভাগ-উপবিভাগ প্রক্রিয়াটি একালের পদ্ধতি অনুসারে পঞ্জীকরণ বা **classification** নামে পরিচিত। আধুনিক পণ্ডিতগণ বস্তুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিক সম্প্রদায় সার্বিক বিন্যাসের জন্য কতিপয় মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন—সামান্য ও বিশেষ; সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও বিরোধ; স্বরূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি। একালের কোনও কোনও পণ্ডিত মানবসভ্যতার সর্বপ্রকার বিদ্যাকে নৈসর্গিক দৃষ্টান্তে 'বৃক্ষ-ন্যায়' অনুসরণে (অর্থাৎ মূল > কাণ্ড > শাখা > প্রশাখা > পত্র > পুষ্প > ফলাদি ক্রমে ভেদবিন্যাস করেছেন। আবার কেউ বা 'সোপানক্রমে' (staircase hierarchy) একাদি ন্যায়ে সমগ্র বিদ্যার শ্রেণীভেদ নির্দেশ করেছেন। আচার্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বিদ্যার চারটি শাখাভেদ উল্লেখ করেছেন ঃ

১. আন্বীক্ষিকী (Science and Logic)
২. ত্রয়ী (Religion and Philosophy)
৩. বার্তা (Social science and Economics)
৪. দণ্ডনীতি (Polity and Ethics)

একালের ভারততত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান প্রাচীন ভারতীয় সমাজের চতুর্বর্গ বিভাগকে অনুসরণ করে মানবীয় বিদ্যাসমূহকে ৪টি বর্গে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. **ধর্ম** (Religion, Philosophy and Ethics)
২. **অর্থ** (Economics and Social Sciences)
৩. **কাম** (Literature and Fine Arts)
৪. **মোক্ষ** (Spiritualism and Mysticism)

এই প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের তাত্ত্বিকগণ মানুষের অনুশীলিত সর্ববিধ বিদ্যার নিম্নক্রমে বিন্যাস করেছেন ঃ

১. **মানবীয় বিদ্যা** (Humanities)
২. **ভৌত বিজ্ঞান** (Natural Sciences)
৩. **সমাজ বিজ্ঞান** (Social Sciences)

Scanned by CamScanner

অথবা—

১. দর্শন (Philosophy)
২. বিজ্ঞান (Pure Sciences)
৩. ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান (History and Social Sciences)
৪. শিল্প (Arts and Technical Sciences)
৫. ধর্ম (Religion and Spiritualism)

অথবা—

১. বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শন (Natural Sciences, Mathematics and Metaphysics)
২. নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা (Ethics and Social Sciences)
৩. মানবীয়বিদ্যা (Humanities)
৪. চারুশিল্প ও কারুশিল্প (Fine Arts and Useful Arts)

বর্তমান যুগের বিভাগ অনুসারে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখাগুলি হল ঃ

১. সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences)
২. ভৌতবিজ্ঞান ও গণিত (Natural Sciences and Mathematics)
৩. প্রযুক্তি ও কারিগরিবিজ্ঞান (Technology and Applied Sciences)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় গভীর ও ব্যাপক গবেষণার ফলে একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে বিশাল দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার এবং সম্প্রয়োগের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই নগজাগ্রত বৈজ্ঞানিক চেতনায় বিশুদ্ধ তথা ব্যবহারিক গবেষণার (Pure and applied research) স্বচ্ছ বাতাবরণে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রয়োগ, পুনঃপুনঃ সংশোধন ও শুদ্ধীকরণ, যুক্তিনিষ্ঠা, বাস্তববোধ এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসার ভিতর দিয়ে বিশ্বায়নের নবদিগন্ত অভিমুখে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology) শব্দ দুটির বহুল প্রচার ঘটেছে। বিজ্ঞান বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি—কল্পনা ও আবেগবর্জিত তথা যুক্তি-তর্ক-বিচার-পদ্ধতির দ্বারা পরিশীলিত বা প্রমাণযোগ্য মানবীয় বিদ্যাসমূহ—যাদের মধ্যে অনুসন্ধানগত কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড সর্বদা বর্তমান, অথবা যাদের মাধ্যমে লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ যথার্থ ও সর্বজনগ্রাহ্যরূপে নিরূপনীয়। বিজ্ঞানশাখার অন্তর্গত সকল বিদ্যাই তাত্ত্বিক জ্ঞান বা তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না-হলেও, তদ্রূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমানের সপক্ষে যুক্তিপ্রমাণসাপেক্ষ মত আছে, এমন বিশ্বাস করা হয়। ব্যাপকার্থে বিজ্ঞান বলতে আমরা সামগ্রিক বিশ্ব, বিশ্বের বস্তুজাগতিক সত্তা, শক্তি ও ক্রিয়া এবং তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার ব্যাপারসমূহকে অনুধাবন করি। প্রযুক্তি বলতে আনুপূর্বিক জ্ঞান, যান্ত্রিক কলাকৌশল ও কারিগরি ক্রিয়াকলাপকে বোঝান হয়। বিজ্ঞানের দুটি প্রধান বিভাগ স্বীকৃত—শুদ্ধ বিজ্ঞান (Exact Science—যেমন গণিত,

Scanned by CamScanner

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি) এবং বিবরণাত্মক বিজ্ঞান (Descriptive Science—যেমন প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের আলোচনাচক্রে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানচিন্তা ও চর্চার বিষয়টি আমরা সকৌতূহলে অনুশীলন করি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সামগ্রিক অবদান আমাদের জ্ঞাতব্য। তাই বর্তমান গ্রন্থে বিগত যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ধ্যানধারণার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যুক্ত করা হল।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভারতবিদ্যা নিষ্ণাত বিবুধগণ ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আলোচ্য শাখার ওপর যথাপ্রাপ্য গুরুত্ব দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁদের কারও কারও মতে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সমাজবিদ্যা (স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের বিশিষ্ট অবদান থাকলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় তার অবদান তাদৃশ গণ্যমান্য নয়; এর কারণরূপে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় জীবনদর্শনে অধ্যাত্মচিন্তার অত্যধিক গৌরব এবং ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতি অত্যধিক ঔদার্যবোধ বাস্তববিমুখতার ঐতিহ্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু যথার্থবিচারে আমরা এর বৈপরীত্যই লক্ষ্য করি। কতিপয় বিদ্বান ভারতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানচেতনা, বৈজ্ঞানিক বিবরণ এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন আচার্যদের অবদানের সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। এ যুগের বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে যেরূপ অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তার তুলনায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ—একথা সর্বতোভাবে সত্য; তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের বিস্ময়কর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশাস্ত্রের শাখাগুলি নিম্নোক্ত ক্রমে বিভক্ত করা যায় ঃ

আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র (Medical Science)
জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy)
ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)
গণিতবিদ্যা (Mathematics)
কিমিয়া বিদ্যা (Alchemy)
রসায়নবিদ্যা (Chemistry)
ধাতুবিদ্যা (Metallurgy)
সুরাপাতন-বিদ্যা (Distillation of Liquor)
রত্নবিদ্যা (Science of gems)
প্রাণিবিদ্যা (Zoology)
ভূগোল (Geography)
পক্ষিবিজ্ঞান (Ornithology)
কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যা (Agriculture and Horticulture)
যুদ্ধবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা Military Science and Archery)

Scanned by CamScanner

সঙ্গীতবিদ্যা (Musicology : Vocal, Instrumental and Dance)
শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা (Art and Architecture)
মৃগয়া ও ক্রীড়াবিদ্যা (Sports and Games)
প্রযুক্তিবিদ্যা (Techonology)
গন্ধ ও প্রসাধন (Cosmetic and Aromatics)
পাকশাস্ত্র (Cookery)

আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র ঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদের ব্যাপক অনুশীলন ঘটেছিল। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই শাস্ত্রের বিশারদ আচার্যদের নাম পাই—ভারদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, জাতুষ্কর্ণ, ভেল, হারীত, ক্ষারপাণি, ধন্বন্তরি প্রভৃতি। বৈদিক সূর্য ও রুদ্র দেবতাগণ, দুই অশ্বিনীকুমার এবং পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব প্রভৃতি রোগনিরাময়ের আধিকারিকরূপে অভিনন্দিত। এমনকি চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতারূপেও দেবতাদের নাম উল্লিখিত ঃ

১. অশ্বিনীকুমারদের রচনারূপে প্রচলিত দুটি গ্রন্থ **অশ্বিনীসংহিতা** ও **নাড়ীনিদান**।

২. অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ধাতুরত্নমালা' গ্রন্থে **অশ্বিনীকুমারসংহিতা** নামে গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৩. শিবপ্রণীত **কৈলাশকারক** ও **বৈদ্যরাজতন্ত্র** রচনা দুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪. চক্রপাণিদত্ত **শৈবসিদ্ধান্ত** গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

৫. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে **চিকিৎসাসারতন্ত্র** নামক অশ্বিনীকুমার প্রণীত রচনা উল্লিখিত। এই পুরাণেই **ভাস্করসংহিতা** নামক অপর গ্রন্থেরও নাম পাই।

৬. **বাহটসংহিতা** গ্রন্থটি শিবপুত্র কার্ত্তিকেয়র নামে প্রচলিত। ঋগ্‌বেদে, বিশেষতঃ অথর্ববেদের ভৈষজ্যবিদ্যার বহু মন্ত্রে গাছ-গাছড়ার প্রয়োগে রোগ নিরাময়ের বিধান আলোচিত। অথর্ববেদের 'ভৈষজসূক্ত'-সমূহ প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উক্ত মন্ত্রগুলির ভাষ্য থেকে প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির নির্দেশও পাওয়া যায়। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অসংখ্য গাছগাছড়ার বিবিধ অংশের প্রয়োগ তথা স্বাদ, গন্ধ, ক্রিয়া-বিক্রিয়ার দ্বারা আধি-ব্যাধির নিরাময়। কালক্রমে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। আয়ুর্বেদের প্রধান ৮টি অঙ্গ হল ঃ

১. শল্যতন্ত্র (Major Surgery)
২. শালাক্যতন্ত্র (Minor Surgery)
৩. কায়চিকিৎসা (Therapeutics)
৪. ভূতবিদ্যা (Demonology)
৫. কুমারভৃত্য (Paediatrics)
৬. অগদতন্ত্র (Toxicology)
৭. রসায়ন (Elixir)

Scanned by CamScanner

৮. বাজীকরণ (Aphrodisiacs)

উপরোক্ত শাখাসমূহের প্রাচীন আচার্যগণ আপন আপন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা রোগনির্ণয়, রোগের প্রতিবিধান ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে প্রাচীন আচার্যদের অনেক মৌলিক রচনা লুপ্ত। পুরাণসমূহে এরূপ কতিপয় গ্রন্থের নামমাত্র পাওয়া যায় ঃ

১. ধন্বন্তরি প্রণীত **চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান**

২. দিবোদাস প্রণীত **চিকিৎসা-দর্শন**

৩. নকুল প্রণীত **বৈদ্যকসর্বস্ব**

৪. কাশীরাজ প্রণীত **চিকিৎসা-কৌমুদী**

প্রাচীন আচার্যদের মতামত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে একাধিক সঙ্কলন গ্রন্থের উদ্ভব হয়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সঙ্কলন—

১. চরকসংহিতা (চরক কর্তৃক সঙ্কলিত, আনুমানিক খ্রী. ১ম শতক)

২. সুশ্রুতসংহিতা (সুশ্রুত কর্তৃক সঙ্কলিত, আনুমানিক খ্রী. ৫ম-৬ষ্ঠ শতক)

কায়চিকিৎসার প্রাচীন আচার্য আত্রেয়; তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ছয় জন শিষ্য—অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত। শিষ্যগণ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক সংহিতা-গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু সেগুলি লুপ্ত। অগ্নিবেশ রচিত সংহিতার বিশুদ্ধ সংস্করণ চরকসংহিতা। এই গ্রন্থের কোনও কোনও অংশে আত্রেয় ও অগ্নিবেশ যথাক্রমে বক্তা ও শ্রোতারূপে উপস্থাপিত। মহাত্মা চরকের সম্পর্কে এই গ্রন্থে বা অন্যত্র কোথাও কোনওরূপ তথ্য দুর্লভ। মূল চরকসংহিতা চরকের পরবর্তী আচার্য দৃঢ়বল চরক নামে দ্বিতীয় চরক কর্তৃক পরিশোধিত হয়। এই সংহিতার ৮টি অংশ ঃ

১. সূত্রস্থান ঃ খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তিন ভেদে দ্রব্য বিশ্লেষণ।

উদ্ভিজ্জভেদ—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি;

প্রাণিজভেদ—জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ। খনিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যগুলির রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ, মিশ্রণজাত ফল এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচিত। প্রাণিজ বস্তুর জন্ম, প্রকৃতি, অবস্থান, অন্যান্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ তথা জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় তাদের বিক্রিয়া আলোচিত।

২. নিদানস্থান ঃ বিবিধ ব্যাধির আলোচনা, রোগের মুখ্য ও গৌণ কারণ, সংক্রমণ, প্রসার, পরিবর্তন প্রভৃতির বিশদ বিবরণ।

৩. বিমানস্থান ঃ মানবদেহ ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা—ভৌতিক দেহের উপাদান, মনের স্বরূপ; পরিবেশ, প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর দেহ ও মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা।

৪. শারীরস্থান ঃ মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য (Anatomy and Physiology)

৫. ইন্দ্রিয়স্থান ঃ মানবদেহ ও মনের লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যতের আধি-ব্যাধি বিষয়ক আশঙ্কা ও তার ফল।

Scanned by CamScanner

৬. চিকিৎসাস্থান ঃ মানব-শরীরের বিবিধ রোগ, সেগুলির উপশম, ভৈষজ্য-চিকিৎসার উপাদান, প্রস্তুতপ্রণালী, ভৈষজ্য ও ধাতব উপাদানের মিশ্রণ ইত্যাদির বিবরণ।

৭-৮ কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান ঃ চিকিৎসকের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আনুপূর্বিক সবিস্তার আলোচনা সন্নিবিষ্ট।

আত্রেয়-অগ্নিরেশ-চরক কর্তৃক প্রবর্তিত কায়চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরক সঙ্কলিত 'চরকসংহিতা' প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ ও আরোগ্যবিষয়ক সম্পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থের বহু টীকা ও টিপ্পনী রচিত ঃ

ক. ভট্টারহরিচন্দ্র কৃত **চরকটীকা** (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক)

খ. আষাঢ়বর্মা কৃত **পরিহারবার্তিকা** (খ্রী. ৯ম শতক)

গ. জেজট কৃত **নিরন্তর-পদব্যাখ্যা** (খ্রী. ১০ম শতক)

ঘ. চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকা (খ্রী. ১১শ শতক)

ঙ. কার্তিক, গয়দত্ত, তীসট ও চন্দ্রট কৃত পৃথক পৃথক টীকা (১০ম-১৬শ শতক)

চ. বাংলার প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য শিবদাস সেন কৃত **চরকতত্ত্বদীপিকা** (খ্রী. ১৬শ শতক)

ছ. বাংলার টীকাকার গঙ্গাধর রায় কৃত **জল্পকল্পতরু** (১৮শ শতক)

জ. বাংলার টীকাকার যোগীন্দ্রনাথ সেন কৃত **চরকোপস্কার** (২০শ শতক)

ঝ. বাংলার টীকাকার দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কৃত টীকাটি সর্বাধুনিক।

পরবর্তী কালের সকল আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে চরকের বচন প্রামাণ্য সিদ্ধান্তরূপে উদ্ধৃত। খ্রী. ৭ম-৮ম শতকে চরকসংহিতার আরবী ও ফারসী অনুবাদ হয়। আরবী চিকিৎসা-গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদে চরকের নাম একাধিক বার উল্লিখিত। মহামতি চরক চিকিৎসকদের অনুসরণীয় নৈতিক আদর্শের (medical ethics) যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা সর্বদেশে ও সর্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনীয়।

শল্যচিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তক শল্যায়ুর্বেদিক ধন্বন্তরি কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সঙ্কলন **সুশ্রুতসংহিতা**। কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য সুশ্রুত এই গ্রন্থের সঙ্কলক। পরবর্তীকালে নাগার্জুনের হাতে পরিমার্জিত ও সংশোধিত সঙ্কলনটিই বর্তমানের সুশ্রুতসংহিতা। এর ৬টি অধ্যায় ঃ

১. সূত্রস্থান ঃ শল্য চিকিৎসাবিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ এবং ভেষজের শ্রেণীভেদ।

২. নিদানস্থান ঃ রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়

৩. শারীরস্থান ঃ মানবদেহের বিবরণ ও ভ্রূণতত্ত্ব

৪. চিকিৎসাস্থান ঃ রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি

৫. কল্পস্থান ঃ বিবিধ বিষ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও চিকিৎসা

৬. উত্তরতন্ত্র ঃ পরবর্তী কালের এই অংশে বিবিধ বিষয় সংযোজিত।

সুশ্রুতমতে শল্য-প্রক্রিয়ার ৭টি ভেদ ঃ ছেদন (amputation), ভেদন (excision), লেখন (scrapping), ব্যধন (probing), আহরণ (extracting), বিস্রবণ (drainage) ও সীবন

Scanned by CamScanner

(stiching)। এখানে অঙ্গসংস্থান (Plastic surgery), ত্বক্-অধিরোপণ (skin grafting) প্রভৃতির আলোচনাও পাওয়া যায়।

সুশ্রুতসংহিতারও বহু টীকা রচিত। প্রাচীনতম টীকাকার জৈয়ট ও গয়দাস সমধিক প্রসিদ্ধ। চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকার নাম ভানুমতী। অরুণদত্ত ও জল্পন যথাক্রমে খ্রী. ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর টীকাকার।

আত্রেয়, হারীত ও সুশ্রুতের নামে 'বৃষ্যযোগ' (prescription of tonic) বিষয়ে নাবনীতক নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চরক ও সুশ্রুতের পর 'বাগ্‌ভট' নামক দুই প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদবিদ স্মরণীয়। উভয়েই বৌদ্ধ এবং সম্ভবতঃ পিতা ও পুত্র। প্রথম বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক) সিংহগুপ্তের পুত্র তথা বৌদ্ধ অবলোকিতের শিষ্য এবং গদ্যপদ্যময় **অষ্টাঙ্গহৃদয়** গ্রন্থের প্রণেতা। চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎ-সিঙ্ প্রদত্ত ভারত-বিবরণে সম্ভবতঃ এই বাগ্‌ভটের উলেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট প্রণীত গ্রন্থের নাম **অষ্টাঙ্গসংগ্রহ**। অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থের ২টি টীকা প্রসিদ্ধ ঃ

ক. অরুণ দত্ত কৃত **সর্বাঙ্গসুন্দরা**, খ্রী. ১২শ শতক।

খ. হেমাদ্রি কৃত **অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকা**, খ্রী. ১৩শ শতক।

ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক তথা রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক কায় ও শল্যচিকিৎসায় দক্ষতা অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বৌদ্ধ পরম্পরা থেকে জানা যায় জীবক 'কৌমারভৃত্য' অর্থাৎ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আখ্যা লাভ করেছিলেন। প্রখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য মহামতি নাগার্জুন চিকিৎসাশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রবর্তিত চিকিৎসাপদ্ধতি 'রসবৈদ্যসম্প্রদায়' বা 'সিদ্ধসম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মতান্তরে যোগদর্শনের প্রাচীন আচার্য পতঞ্জলি পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের আদিগুরু। এই চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঔষধে লোহা, পারদ প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণ।

চিকিৎশাস্ত্রের নানাবিধ শাখায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। উক্ত শাখাগুলির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ প্রত্যেক শাখার অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা হল।

১. **শারীরতত্ত্ব** (Anatomy and Physiology)
২. **নিদান** (Pathology)
৩. **ভৈষজ্যতত্ত্ব** (Materia Medica)
৪. **কায়চিকিৎসা** (Therapeutics)
৫. **কৌমারভৃত্য** (Paediatrics)
৬. **স্বাস্থ্যতত্ত্ব** (Hygiene)
৭. **পথ্যতত্ত্ব** (Dietetics)
৮. **নাড়ীবিজ্ঞান** (The Science of Pulse)
৯. **আয়ুর্বেদীয় অভিধান** (Medical Dictionaries)
১০. **পশুচিকিৎসা** (Veterinary Science)

শারীরতত্ত্ব ঃ এই বিষয়ে প্রাচীন আচার্যদের অনুসন্ধিৎসার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুবলির প্রথা থেকে প্রাণিদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনা করা হত।

Scanned by CamScanner

সম্ভবতঃ সেই থেকেই শারীরবিদ্যার সূচনা হয়। আয়ুর্বেদের বায়ু-পিত্ত-কফ সংজ্ঞায় ত্রিধাতুবিষয়ক মতবাদ এবং নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগনির্ণয় পদ্ধতির প্রচলন থাকায় শারীরতত্ত্বের চর্চা খুবই সীমিত ছিল। এই সম্পর্কে **শারীর-পল্লিনী** নামক একটিমাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর রচয়িতা ভাস্করভট। বর্তমান শতকে গণনাথ সেন আলোচ্য বিষয়ে প্রাচীন মতের সংকলনাত্মক **প্রত্যক্ষ-শারীর** নামক গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন (কলকাতা, ১৯১৩)।

নিদান ঃ নিদানশাস্ত্রের ২টি গ্রন্থ উপলব্ধ ঃ

১. **রুগ্‌বিনিশ্চয় বা মাধবনিদান** (জনৈক মাধবপ্রণীত, খ্রী. ৭ম শতক)। ৮ম শতকেই এটি আরবীতে অনূদিত হয়। এর একাধিক টীকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা বিজয় রক্ষিত প্রণীত **ব্যাখ্যানুমধুকোষ** (খ্রী: ১৩শ শতক)।

২. **চিকিৎসা-সংগ্রহ** নামে ধন্বন্তরি প্রণীত অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. পূর্বোক্ত গণনাথ সেন রচিত **সিদ্ধান্তনিদান**।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ঃ মধ্যযুগে রচিত ২টি গ্রন্থ সুলভ ঃ

১. চক্রপাণি দত্ত প্রণীত **দ্রব্যগুণ সংগ্রহ**

২. রাজবল্লভ প্রণীত **দ্রব্যগুণ**।

বাদশাহ রুক্‌নুদ্দীন বার্‌বক শাহের চিকিৎসক শিবদাস চক্রপাণি কৃত গ্রন্থের টীকাকার।

কায়চিকিৎসা ঃ অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার অন্যতম এই শাখার আলোচ্য বিষয় ছিল শারীরিক ব্যাধির (জ্বর, অতীসার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির) উপশমার্থে চিকিৎসা। এই পদ্ধতি সম্পর্কে রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই মধ্যযুগের ঃ

১. নাগার্জুন কৃত যোগশতক বা যোগসার।

২. চক্রপাণি দত্ত কৃত **চিকিৎসা-সারসংগ্রহ**। এর টীকাকার হলেন নিশ্চলকার ও শিবদাস।

৩. বঙ্গসেন কৃত **চিকিৎসা-সারসংগ্রহ** (খ্রী. ১২শ শতক)।

৪. শার্ঙ্গধর কৃত **শার্ঙ্গধর সংহিতা** (খ্রী. ১৪শ শতক)। টীকাকার আঢ়মল্ল।

৫. ভাবমল্ল রচিত **ভাবপ্রকাশ** (খ্রী. ১৬শ শতক)।

ভাবপ্রকাশে মানবদেহে রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার আলোচনা আছে। গ্রন্থকার প্রসঙ্গ ক্রমে পর্তুগীজ নাবিকদের সংস্পর্শে সংক্রামিত (সিফিলিস ?) রোগকে 'ফিরঙ্গ রোগ' নামে উল্লেখ করেছেন।

৬. লোলিম্বরাজ প্রণীত **বৈদ্যজীবন**।

কায়চিকিৎসা পদ্ধতিতে বনৌষধিভিন্ন রসৌষধির প্রয়োগসম্পর্কে চর্চা করা হয়েছে। রসৌষধি-পদ্ধতির প্রাচীন আচার্য বৌদ্ধ নাগার্জুন।

কৌমারভৃত্য ঃ 'কুমার' শব্দের অর্থ সদ্যোজাত বা অল্পবয়স্ক শিশু। আলোচ্য বিদ্যার ২টি গ্রন্থ পাওয়া যায় ঃ

Scanned by CamScanner

১. কুমারভৃত্য (জনৈক রাবণের রচনারূপে উক্ত)।

২. বালচিকিৎসা (লেখক অজ্ঞাত, মধ্যযুগের গ্রন্থ)

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ঃ এই বিষয়েও কোনও প্রাচীন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না; উপলব্ধ দুটি গ্রন্থই অর্বাচীন কালের ঃ

১. গঙ্গারামদাস প্রণীত শারীরনিশ্চয়াধিকার।

২. গোবিন্দররায় প্রণীত স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

পথ্যতত্ত্ব ঃ পথ্যাপথ্যের আলোচনা সংক্রান্ত ৪টি গ্রন্থই অর্বাচীন কালের রচনা ঃ

১. সুষেণ কৃত অন্নপানবিধি।

২-৩ রঘুনাথ কৃত পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু ও ভোজকুতূহল (খ্রী. ১৭শ শতক)।

৪. বিশ্বনাথ সেন কৃত পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় (২০শ শতক)।

নাড়ীবিজ্ঞান ঃ প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ-পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগনির্ণয় ও তার নিদান অনুসন্ধান। এই শাখার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় ঃ

১. কণাদ প্রণীত নাড়ীবিজ্ঞান।

২. রাবণ প্রণীত নাড়ীপরীক্ষা।

৩. গঙ্গাধর কবিরাজ প্রণীত নাড়ীপরীক্ষা।

৪. শঙ্করসেন প্রণীত নাড়ীপরীক্ষা

৫. গোবিন্দরাম প্রণীত নাড়ীপরীক্ষা।

পশুচিকিৎসা ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পশুচিকিৎসার চর্চা করা হত। রাজতন্ত্রে রাজার সামরিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর তিনটি প্রধান বিভাগ ছিল—পদাতিক, হস্তিবাহিনী ও অশ্ববাহিনী। তাই যুদ্ধে ব্যবহার্য হাতী ও ঘোড়ার চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পশুচিকিৎসার তিনটি শাখা—হস্তিচিকিৎসা, অশ্বচিকিৎসা ও গবাদিপশু চিকিৎসা। পুরাণাদিতে তিনজন প্রসিদ্ধ পশুচিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়—শালিহোত্র, নকুল ও পালকাপ্য।

পালকাপ্য প্রাচীন ব্যক্তি; তিনি পুরাণোক্ত রোমপাদ রাজার সমসাময়িক। তাঁর মূল রচনাটি সম্ভবত লুপ্ত; সেই রচনাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির রচিত গজায়ুর্বেদ বা গজশাস্ত্র পালকাপ্যের নামেই পরিচিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

১. নীলকণ্ঠ ও নারায়ণ রচিত মাতঙ্গলীলা।

২. নারায়ণদীক্ষিত রচিত গজগ্রহণপ্রকার।

৩. মল্লিনাথের টীকায় মৃগচর্মীয় গ্রন্থটির নামমাত্র পাওয়া যায়।

অশ্বচিকিৎসার প্রাচীন আচার্য শালিহোত্র। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী তাঁর টীকায় শালিহোত্র প্রণীত অশ্বশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন; কিন্তু মূল গ্রন্থটি লুপ্ত। গজায়ুর্বেদশাস্ত্রে যেমন হাতীর চিকিৎসাই নয়, হাতী ধরার কৌশলও আলোচিত, তেমনি অশ্বায়ুর্বেদশাস্ত্রে অশ্বচিকিৎসা ছাড়াও অশ্বপ্রজনন ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। অশ্বচিকিৎসা সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

Scanned by CamScanner

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ' গ্রন্থ থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের আয়ুর্বেদ–সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে

দিলরুবা খন্দকার

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner